(৩৭)

দৈনিক বাংলা

তারিখ 27/6/83
1 কলাম 4

002

পরীক্ষার ফল জানতে ভোগান্তি

(স্টাফ রিপোর্টার)

এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের যে পদ্ধতি দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসছে, তা চরম ভোগান্তিরই নামান্তর। প্রচলিত নিয়মে ফল জানতে গিয়ে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক দারুণ দুর্ভোগ উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এবং লাঞ্ছনার সম্মুখীন হচ্ছেন।

দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডই পরীক্ষার ফল পত্রিকা অফিসে পাঠিয়ে দেন। এরপর বাঁধভাঙ্গা বন্যার মতো পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা খবরের কাগজের অফিসে এসে ভিড় জমাতে শুরু করেন। খবরের কাগজও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার জন্যে পরীক্ষার পুরো ফল প্রকাশ করতে পারে না। ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন খবরের কাগজের অফিসে ধর্ণা দিয়ে অনেকের পক্ষেই ফল জানা সম্ভব হয়ে ওঠে না। মফস্বল থেকেও অনেকে এসে ভিড় জমান পত্রিকা অফিসে

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

পরীক্ষার ফল

(১ম পৃঃ পর)

এই নিয়ে প্রায়ই বিভিন্ন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে।

বিভিন্ন বোর্ড অফিসে ফলের যে কপি টানিয়ে দেয়া হয় তা থেকে পরীক্ষার্থীদের পাস-ফেল জানা সম্ভব হয় না। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকের ভিড়, ধাক্কা-ধাক্কি ও হুড়োহুড়ির মধ্যে চোখের পলকে টানানো তালিকা উধাও হয়ে যায়। পত্রিকা অফিস এবং বোর্ডের দেয়াল ছাড়া উৎকণ্ঠ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের ফল জানার বিকল্প কোন ব্যবস্থাই নেই।

বোর্ড থেকে স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষের নামে ফলের যে কপি পাঠানো হয় তাও পেতে ৪/৫ দিন সময় লেগে যায়।

এই ভোগান্তি নিরসনের জন্যে কর্তৃপক্ষের একটা সুষ্ঠু ও সহজ উপায় উদ্ভাবন করা উচিত।

ওয়াকিফহাল মহলের মতে, বোর্ড যে পদ্ধতিতে পরীক্ষার প্রশ্ন ও খাতা দূর-দূরান্তের সেন্টারে একই সময় পাঠিয়ে থাকে, সেই একই পদ্ধতিতে ফল পাঠানোও সম্ভব। ন্যূনপক্ষে মহকুমাওয়ারী ফলের পুস্তিকা প্রকাশ করে সরকারীভাবে ফল ঘোষণার আগেই তা প্রশাসনের কাছে পাঠিয়ে দেয়া যায়। সুলভ-মূল্যে বোর্ড এসব পুস্তিকা বিক্রির ব্যবস্থাও করতে পারে। ভারতের পশ্চিম বঙ্গে এ নিয়ম প্রচলিত আছে।